স্ত্রীধর্ম্ম বিধায়ক।

শ্রীবা[illegible]নসুন্দর রায় দ্বারা প্রণীত।

এবং

উক্ত আদেশানুসারে

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮১।

বিজ্ঞাপন।

অনেকেই বালক শিক্ষোপযোগী নানা প্রকার হিতোপদেশ গ্রন্থ এতদ্দেশে প্রচলিত করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষোপযোগী কোন প্রকার সুললিত গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশ না হওয়ায়, এই স্ত্রীধর্ম্ম বিধায়ক, গ্রন্থখানি সভাসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। এই গ্রন্থে স্ত্রীজাতির যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এইক্ষণে সৌভাগ্য-ক্রমে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারি। কিন্তু এ আশা যে সফল হইবে এমত ভরসামাত্রও নাই, কারণ এইক্ষণে অনেকেই পুস্তকের উপরিভাগে পরিচিত বা বিখ্যাত ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখিলেই, একাগ্রচিত্তে পাঠ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। নৈলে একেবারে তুচ্ছ তাচ্ছল্য ও হেয়জ্ঞান করতঃ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ফেলেন।

যাহা হউক এইক্ষণে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যে সকল মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এক এক বার পাঠ করিলেই সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীরামসুন্দর শর্ম্মা।

পাবনা
সন ১২৬৬ সাল
১৪, ঠা, ফাল্গুণ।

স্ত্রীধর্ম্ম বিধায়ক।

উপক্রমণিকা।

জগদীশ্বর আমাদিগকে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতিতে বিভক্ত করিয়া উভয়কেই অত্যাশ্চর্য্য মনোবৃত্তি ও নানা প্রকার শারীরিক শক্তি প্রদান করতঃ পরস্পর দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা একের সহায়তা ব্যতীত অন্য, কখনই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ বা সংসারের সুখাস্বাদন করিতে পারি না। শাস্ত্রকারেরাও স্ত্রী পুরুষ উভয়কে "একাঙ্গ" বলিয়া শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। এবং প্রত্যক্ষও প্রতীত হইতেছে একাকী কোন ক্রমেই সংসারের বিশুদ্ধ আনন্দোৎপাদন হইতে পারেনা। অতএব উভয় ব্যতীত যখন কোন কর্ম্মই নির্ব্বাহ হয় না তখন উভয়ের পরস্পর ঐক্য থাকাই সম্পূর্ণ বিধেয়।

কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা এই সর্ব্ব শুভকর নিয়মকে, একবারে দেশাচারের পদানত করিয়াছেন। তাহারা প্রাণাধিক তনয়কে বহু অর্থ ব্যয় ও সমধিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া থাকেন। কিন্তু তনয়াকে কেবল পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায়, গৃহ-পিঞ্জরে লুক্কায়িত রাখিয়াই সন্তুষ্ট হন। শিক্ষা দূরে থাকুক, স্ত্রী শিক্ষার নামোল্লেখ হইলেই একবারে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন। কি পরিতাপ! যে বিদ্যা দ্বারা সংসারের অসীম সুখোন্নতি ও মানব জন্মের সার্থক হয়, যে বিদ্যাজ্যোতিঃ হৃদয় শূন্যে উদয় হইলে অজ্ঞান-তিমির একবারে নিরস্ত হইয়া যায়, সেই অমূল্য বিদ্যাধনে কাহার কি বঞ্চিত থাকা সম্ভাবিত বোধ হয়? পরস্পর সমতুল্য না হইলে কোন প্রকারেই ঐক্যতা জন্মে না। অল্পপদেষ্টা বালা গুণবানের প্রণয়িনী হইলে কি ফল দর্শিতে পারে? মূর্খের সহিত কথোপকথনে, মূর্খই সন্তোষ লাভ করে, বিদ্বানের সহিত সদালাপে বিদ্বানই সুখী হইতে পারে। কিন্তু বিদ্বান্ ও মূর্খে কোন সুখই উৎপন্ন হইতে পারে না।

স্বামী যদি অত্যন্ত গুণবান ও সদাশয় হন, তাঁর স্ত্রী যদি বিদ্যাহীনা, দুঃশীলা ও কুটিলা হয়, তবে কি রূপে পরস্পর প্রণয় জন্মিয়া সংসারের সুখ সাধন হইতে পারে। এক জন যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারি বলিয়া জানে, অন্য জন তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এ জন্য কোন বিষয়েরই পরস্পর ঐক্য থাকে না। সুতরাং এমন যে সুখ সুলভ সংসার ধাম, তাহা ও বিবাদরূপ বিষম বিষদূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখরূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

যদ্যপি পুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোককেও সুচারু রূপে বিদ্যা শিক্ষা ও নানা প্রকার সদোপদেশ গ্রহণ করান যায়, তবেই এই দারুণ অমঙ্গলের দৃঢ় মূল একবারে উৎপাটন হইতে পারে। নচেৎ কোন ক্রমেই এ দুঃখ মোচনের জন্য উপায় হইতে পারে না। এক স্ত্রীশিক্ষা প্রথা না থাকাতেই এতদ্দেশে যে, কত অনিষ্ট ও কত কষ্ট হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলেও অশ্রুজলে একেকালে প্লাবিত হইতে হয়। সংসারের যত সুখই থাকু না কেন, স্ত্রীই কেবল একমাত্র সুখের নিদান

এক স্ত্রী হইতেই যে কত প্রকার উপকার প্রাপ্ত ও কত প্রকার সুখানুভব করিতেছি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। পুরুষ দিন যামিনী পরিশ্রম করিয়া সমধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জন্য সঞ্চিত করিতে জানে না, স্ত্রীই কেবল ঐ পুরুষোপার্জ্জিত অর্থকে যথার্থ রূপে সঞ্চিত করত ভাবি বিপদোদ্ধারের উপায় করিয়া রাখে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কি ব্যবহার করিলে তাহার শরীর সুস্থ ও সবল হইতে পারে, কোন্ কর্ম্মদ্বারা সন্তানের মঙ্গল ও কোন্ কর্ম্মদ্বারা অমঙ্গল হয়, ইহা সকলেই জননীকে সুচারু রূপে নির্ভর করিতে হয়। গৃহের কোন অপ্রতুল হইলে স্ত্রীলোকেরা এত সহজে ঐ অপ্রতুলকে বিদায় করিয়া দেয়, যে পুরুষেরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব যখন এতাদৃশ সুমহৎ ব্যাপার স্ত্রী হইতেই নিষ্পন্ন হওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে অজ্ঞান অবস্থায় রাখা কি উচিৎ? বিদ্যার বিমলমূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত না হইলে, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন হয় না। পণ্ডিতেরা বিদ্যাহীন

ব্যক্তিকেই পশু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কা-রণ পশুজাতির আহার বিহার ভিন্ন অন্য জ্ঞান নাই, মূর্খ ব্যক্তিরও তদধিক কোন গুণই অনুভব হইতে পারে না।

মনুষ্য জন্ম ধারণ করিলেই যে, সৃষ্টি প্রধান বলিয়া গৌরব করা যায় এমত নহে। বিদ্যারূপ মহাবৃক্ষের জ্ঞান রূপ ফলাস্বাদন না করিলে মনুষ্য বলিয়া সম্বোধন, কেবল কথা মাত্র। দীপ-মালা যেমন তিমিরাচ্ছন্ন গৃহকে দীপ্তিময় ক-রিয়া তদন্তর্গত সমুদয় পদার্থকে একবারে স্পষ্ট দেখায়, বিদ্যার জ্যোতিঃ ও তদ্রূপ মনু-ষ্যের মনোমন্দিরে প্রকাশিত হইলে সমুদয় মান-সান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। তখন সে ব্যক্তি সংসারের কার্য্য প্রণালী ও সকল পদার্থের যথার্থ তত্ত্ব দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সমধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। বিদ্যা বিহীন ব্যক্তি আ-জন্ম মরণাবধি, সংসারকে কেবল ঘোরা রজনীর ন্যায় তিমিরাচ্ছন্নই মনে করে। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের চারু শোভা, ভ্রমেও সন্দর্শন ক-রিতে পারে না। এ স্থলে কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি উচ্চ, কি নীচ, কাহার কি অজ্ঞান থাকা যুক্তি-

সিদ্ধ বোধ হয়? বাঙ্গালিকে যে নিতান্ত নির্ব্বোধ, অলস, ভীরু, ও কুসংস্কারাপন্ন দেখা যায় তাহার এক মাত্র কারণই কেবল স্ত্রী-জাতির মূর্খতা। শিশু সন্তান মাতার নিকট যত শিক্ষা করে এত অন্যের নিকট কখনই নহে। মূর্খতা বশতঃ এ দেশের স্ত্রীলোকেরা সন্তানকে কেবল. বৃথা উপন্যাস ও ভূত প্রেত ইত্যাদির কাল্পনিক বাক্যই শিক্ষা দিয়া থাকে। শিশু সন্তানেরা জননীর বাক্যই দৃঢ় জানিয়া হস্ত পদ বিশিষ্ট এক প্রকার, বনজন্তু হইয়া উঠে।

অতএব হে দেশীয় বন্ধুবৃন্দ, আপনারা দেশাচার সংহার ও বৃথা কলঙ্ককে কলঙ্কারোপ করিয়া স্বস্ব পরিজনে শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করুন্। তাহা হইলে যে দেশের কত মঙ্গল ও কত হিত সাধন হইবে তাহা মনে করিলেও আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতে হয়।

যাহা হউক এইক্ষণে স্ত্রীজাতির যেং বিষয় নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে তদ্দৃষ্টেই স্ত্রীশিক্ষা যে অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক।

প্রথম অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক গুণ

স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পুরুষের অপেক্ষা কোন মতেই অনৈক্য বোধ হয় না। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিকেও নানা গুণে গুণবতী, ও যত্নশীলা দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ অত্যন্ত শ্রমশালী এ জন্য স্বভাবতই দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান। স্ত্রীজাতি তদ্রূপ নহে। কারণ স্ত্রীদিগের নিয়োজিত কার্য্য সমস্ত অধিকাংশই অনায়াস সাধ্য সুতরাং স্বভাবতই তাহাদিগের কোমল শরীর, দুর্ব্বল প্রকৃতি, ও আন্তরিক বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিতা হইয়াছে। অনেকে বলিয়াছেন পুরুষ যে রূপ বাল্যকালা বধি ব্যায়াম অথবা তাহার স্বরূপ নানা প্রকার পরিশ্রম করাতে, সবল ও দৃঢ়িষ্ঠ হয়, কামিনী

গণেরাও তদ্রূপ অভ্যাস করিলে তদনুরূপ সবলা ও দৃঢ়িষ্ঠা হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালক পরিশ্রান্ত বোধ না করিয়া যে কর্ম্ম অবলীলাক্রমে নির্ব্বাহ করে উক্ত বয়স্কা বালিকা সমস্ত শক্তির দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। এ স্থলে পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিলেই যে তদনুরূপ অধিক শক্তির সম্ভাবনা হয় এ কথা অসম্ভব। তবে অঙ্গ চালনা করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি জন্মে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু যাহার স্বভাবতই কোমল শরীর ও দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহার কি স্বভাবের অন্যথা পরিশ্রম করিলেই হইতে পারে? যাহা হউক যদিও স্ত্রীলোকেরা স্বভাবত পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বলা বটে, কিন্তু আন্তরিক শক্তিতে যে নিতান্ত তেজস্বিনী তাহা কাহারই অবিদিত নাই। স্ত্রীলোকেরা মানসিক পরিশ্রমে এত তৎপরা যে দিবসের সমুদয় অংশ পরিশ্রম করিলেও বিরক্তি প্রকাশ করে না। শিল্পকার্য্যে ইহারা অত্যন্ত নিপুণা, ও ইহারদের মেধাশক্তি নিতান্ত বলবতী। এবং প্রায়ই প্রত্যুৎপন্ন মতি দেখা গিয়া থাকে।

পৌরাণিকেরাও অনেকানেক স্থলে কামিনী-গণের বুদ্ধি বৃত্তি স্বাভাবিক সদ্গুণ ও রচনা-শক্তি পুরুষ অপেক্ষা অত্যন্ত বলবতী ও তেজস্বিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুত ও পূর্ব্ব কালীয় রমণীগণ যে রূপ রচনা নৈপুণ্য ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন, মহাকবি কালীদাস প্রভৃতি সুধীগণ ও তদ্রূপ প্রকাশ করিতে সামর্থ্য হন্ নাই।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! আধুনিক রমণীগণ এই অমূল্য ধন সঞ্চিত করিয়াও কৃপণের ন্যায় বঞ্চিত হইয়া যৎসামান্য দেশাচার রূপ অলীক চিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছে। একবারও মনে করে না যে, এই অবিনাশী ধন বিতরণ করিয়া, জ্ঞানরূপ মোক্ষফলের অধিকারিণী হই। কেবল অহরহ বিবাদ বিসম্বাদ, গৃহের অনিষ্ট উৎপাদন ও আত্মীয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটনা ইত্যাদি অসৎকর্ম্মই শিরোভূষণ জ্ঞান করিয়া থাকে। স্বস্ব স্বভাবের প্রতি ভ্রমে ও নেত্রপাত করে না। এই ভাবীঅমঙ্গলের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে এক স্ত্রীশিক্ষা প্রথা না থাকাই মূল কারণ বলিতে হইবেক। যদি পূর্ব্বের ন্যায় ইঁহারা ও

এখন বিদ্যা শিক্ষা, হিতানুষ্ঠান, সতত সৎসঙ্গ ও বহুবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করে, তবে কি তৎকালীয় যোষাগণের ন্যায় বিদ্যাবতী, ও গুণবতী হইতে পারে না? জগদীশ্বর তাহারদিগকেও যে রূপ স্বভাব দিয়াছেন, ইহাদিগকেও তদ্রূপই প্রদান করিয়াছেন। তাহারাও সদনুষ্ঠান দ্বারাই পৃথিবীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, ইহারাও তদনুরূপ কর্ম্ম করিলেই তত্তুল্য হইতে পারে সংশয় কি। যাহা হউক হে দেশীয় রমণিকুল! তোমারদিগের যে রূপ স্বভাব তাহাতে তোমরাই শিক্ষার উপযুক্তা পাত্রী, এখন যাহাতে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত পাইতে পার, তচ্চেষ্টায় একান্ত যত্নবতী হও।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্ত্রীজাতির স্বামির প্রতি ব্যবহার।

স্ত্রী পুরুষ যে একাঙ্গ, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিকেও নানা প্রকার আচার ব্যবহারের বশবর্ত্তিনী হ-ইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহা করিতে হয়। প্রথমতঃ পুরুষের ন্যায় সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ব প্রকার বিদ্যায় বিদ্যাবতী ও সর্ব্ব গুণে গুণবতী হওয়া, সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। অনেকে কহিয়া থাকেন পুরু-ষই কেবল বিদ্যাধনের এক মাত্র অধিকারী। কিন্তু তাঁহারদিগের এ কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্রই, কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। বরং অঙ্গ-নাজনের হৃদয় অঙ্গনে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে, যত দূর শোভা পায়, তত শোভা অন্য কিছুতেই হয় না। স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা না হইলে

যে, কত [illegible] ঘটনা হয় তাহা এই বঙ্গদেশের প্রতি [illegible] দৃষ্টিপাত করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

যাহা হউক শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পতি সেবা, পতি মর্য্যাদা ও ধর্ম্ম শাসন ইত্যাদি বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিলে পরিণিতা হওয়া স্ত্রী জাতির দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া, পরিণত হইয়াছে। লতা যেমন কোন বৃহৎ তরুবরকে আশ্রয় করিতে না পারিলে, ভূমি পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, স্ত্রীজাতিও তদ্রূপ পুরুষাশ্রিতা অর্থাৎ বিবাহিতা না হইলে, সংসারের ঘৃণাস্পদ ও হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। এমন কি, একবারে লোক সমাজের বহির্গতা হইয়া দুর্ল্লভ দেহকে জীবিত মরণের ন্যায় অতি কষ্টে ও দুঃখে ক্ষেপণ করিতে হয়। এ জন্য স্ত্রী পুরুষে একত্র থাকাই সম্পূর্ণ বিধেয়। পতি সেবা, নিরন্তর পতি সহবাস, সদাকাল পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, ইত্যাদি হিতানুষ্ঠানই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যাহারা সতীত্বের আদি সোপানে, পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই পতির একান্ত বশী-

ভূতা ছিলেন, ও প্রাণান্তেও পতি সঙ্গ পরিহার করিতেন না। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা অরণ্য গমন করিলে প্রিয়তমা দ্রৌপদী ও তাহারদিগের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। মণিময় গৃহাট্টালিকা, বহুবিধ রত্নালঙ্কার ও সুশোভিত বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া ও জানকী কেবল দীনহীনা বেশে, শ্রীরামের সহবাসে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ জন্য ইঁহারাই যথার্থ পতিব্রত বলিয়া পৃথিবীমণ্ডলে বিখ্যাতা রহিয়াছে। অতএব পতিই নারীর একান্ত গতি। স্বামী যদি নিতান্ত মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস-ঘাতকী কুশ্রী ও জরাগ্রস্ত হয়, তথাপি স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না। কারণ স্ত্রীলোকেরা যত ধর্ম্মই করুক, এক পতির প্রতি কিঞ্চিৎ তাচ্ছল্য হইলেই, তিলার্দ্ধ গোমুত্র মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে পতি অধীনা, পতি প্রতি একাগ্রমনা, ও মনের সহিত প্রীতি স্ত্রীলোকের সর্ব্ব ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম কথনই, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হইতে পারে না।

কিন্তু এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা এই শুভকর নিয়মে বৈমুখ থাকায় অমঙ্গলের দৃঢ় অঙ্কুর যে

কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা মনে করাও সুকঠিন। প্রায়ই দেখা যায় রমণীকুল কেবল আকুল রস-তরঙ্গে অঙ্গারোপ করিয়া, বিধি গর্হিত অনুষ্ঠা-নেই মত্ত থাকে। পতিসেবা বা পতিমর্য্যাদা দূরে থাকুক, পারেত, পতির মস্তকচ্ছেদন ক-রিয়া কুকর্ম্মের আহুতি প্রদান করে। হায় হায়! এই সর্ব্বনাশক ব্যাপার যে রমণীগণের মূর্খতা বশতই প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহা দেশীয় ব্যক্তিরা দেখিয়াও দেখেন না। যদি বিদ্যারূপ প্রবোধ প্রভাকর রমণীবৃন্দের মানসাকাশে প্রকা-শিত থাকিত, তবে কি এই হৃদয়বিদারক ঘটনা কাহার নেত্রগোচর হইত? না কাহাকেও শ্রবণ করিতে হইত? এইক্ষণে কবে আমাদিগের সেই দিন, দৃষ্টিপথের পথিক হইবে, যে দিনে দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সর্ব্ববিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়া, পতিসেবা পতিমর্য্যাদা ও সংসারের সমুদয় কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাধা করিবেক। যাহা হউক এই ক্ষণে এ বিষয়ের অধিক উল্লেখ না করিয়া সন্তা-নের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা-তেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

তৃতীয় অধ্যায়।

সন্তানের প্রতি ব্যবহার

মনুষ্য মাত্রেরই সন্তানের প্রতি যে সমস্ত কর্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেই তৎসমুদয় সম্পাদন করিতে হয় অন্য সময়ে করিতে হয় না এমত নহে, সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও তাহার হিত সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হয় অর্থাৎ পিতা মাতার যে ব্যবহার করিলে সন্তান নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়া সুস্থতা সহকারে, ক্রমে ক্রমে রীতিমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, যথানুরূপ অঙ্গশোভা প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে অগ্রে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই সকল ভাবী বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে, পিতা মাতাকে যে সকল কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই নিরূপিত সময়ে এবং অবস্থা বিশেষে পাণিগ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রোগ শূন্য ও স্বচ্ছন্দ শরীর না বুঝিলে উদ্বাহসূত্রে নিবদ্ধ হওয়া কদাপি উচিত নহে। এরূপ করিলে তাহারদিগের সেই অবস্থায় যে হতভাগ্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহার দুরবস্থার আর পরিসীমা থাকে না। এমত অনেক শুনিতে পাওয়া যায়, যাহারা পীড়িতাবস্থায় বা উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত না হইয়াই, সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, অথবা যে স্ত্রী ঐ রূপ অবস্থায় গর্ভে সন্তান ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের সেই সন্তান ভুমিষ্ঠ হইয়াই কিম্বা মাসত্রয় কি বৎসরদ্বয় অতীত না হইতেই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে, অথবা নানাবিধ উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করতঃ, অবিবেচক ইন্দ্রিয় প্রীতিপরায়ণ পিতা মাতার দোষ সপ্রমাণ করিয়াছে। অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পীড়িতাবস্থায় বা বাল্যাবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিয়া, যাবজ্জীবনের সুখ সৌভাগ্যের সহিত

তাহাকে একবারে বিসর্জ্জন দেওয়া কদাপি বিধেয় নহে। সন্তান উৎপাদনকালীন দম্পতীর মনের ভাব যে রূপ থাকে, সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া তদ্রূপ ভাব লাভ করে। পিতা মাতা উভয়েই যদি দয়া, ভক্তি, সারল্য প্রভৃতি সদগুণ অবলম্বন করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে থাকে, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বদা উত্তেজিত করিয়া রাখে, নিরন্তর নানা বিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন চিত্ত থাকে, এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা জনিত অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত রহে, তাহা হইলে তাহারদিগের সেই অবস্থায় সন্তান পূর্ব্বোক্ত সমুদয় গুণ ও মনের ভাব অবলম্বন করিয়া যাবজ্জীবন সুখ সৌভাগ্যে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়। আর যদি পিতা মাতা দ্বেষ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা করণ প্রভৃতি অসদ্বিষয়ের চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া, সন্তান উৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান ও ঐ সকল অসদ্গুণ হইতে কদাচ পরাঙ্মুখ হয় না। অতএব স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয়েই সদনুষ্ঠান না করিলে এই প্রকার দোষের মূল বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সন্তানের কল্যাণ সাধনে ও সর্ব্ব প্রকার হিত সাধনে যত্নবতী থাকা, মাতার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ স্থলে সন্তানের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনার কল্যাণ সাধনে নিয়ত থাকা বিধেয়, অর্থাৎ আপনাকে যাহাতে সুখী ও সুস্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় স্বরূপ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত শুভকর শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদয়, প্রতিপালন করিতে হয়। যাহা হউক এ স্থলে এ বিষয়ের বাহুল্য না করিয়া ভূমিষ্ঠ ও ক্রমে বর্দ্ধমান শিশু সন্তানের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাই লিখিত হইতেছে।

যে স্থানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, যাহাতে সেই স্থান পরিশুষ্ক ও নির্ম্মল বায়ু সেবিত হয়, তাহার চেষ্টা করা সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদনন্তর সেই শিশু সন্তান যাহাতে উত্তম রূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। যখন শিশু সন্তান গর্ভরূপ কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া জীব জননী বসুন্ধরার অঙ্কশয্যায় শয়ন হয়, তখন তাহার কে মাতা কে পিতা কেই বা আত্মীয় বন্ধু, এবং কোথায় ছিলাম, কোথায়

আইলাম ইহা কিছুই বোধ থাকেনা। তখন তাহাকে উদ্ভিজ্জাদির ন্যায় সজীব জড় পদার্থ বলিলেও বলা যায়, সেই সময়ে মাতাই কেবল তাহার রক্ষাকর্ত্রী। তখন সেই সন্তানের সুখ সাধন ও স্বাস্থ্য রক্ষণ কেবল তাঁহারই গুরুতর ভার তাহার সন্দেহ নাই। সন্তানদিগের বাল্যাবস্থার সুখ স্বচ্ছন্দতা কেবল এক মাত্র জননীর স্নেহ, উপচিকীর্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সদ্ব্যবহারের প্রতি নির্ভর করে। সন্তান তিন চারি বর্ষ পর্য্যন্ত কেবল স্নেহময়ী জননী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না এবং কাহার নিকট গমনও করে না, সুতরাং জননীই যে সময়ে সন্তানের যাহা করিবেন তাহাই হইবেক, যাহা না করিবেন তাহাই হইবে না। যদিও জননী শিশু সন্তানের প্রতি স্বভাবতই প্রগাঢ় স্নেহবতী ও সকল সুখের বিধায়িনী হয়েন, যথার্থ বটে, কিন্তু এ সময়ে কতক গুলি উৎকৃষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া সন্তানের শুভ সাধনে নিযুক্ত হওয়া তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সন্তানের শুভ সাধনোপযোগী যে যে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় তাহা লিখিত হইতেছে;

জননীর নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হওয়া আবশ্যক, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের শুভকর নিয়ম সমুদয় অভ্যাস করা উচিত, এবং কি শারীরিক কি মানসিক ও কি বৈষয়িক সকল প্রকার নিয়ম গুলি বিলক্ষণ রূপে আয়ত্ত রাখা বিধেয়। কারণ এ দেশে এ রূপ অনেক স্ত্রী আছে, যে তাহারা কি ব্যবহার করিলে শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লংঘন জনিত বিষম রোগ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং কি ব্যবহার করিলে অলীক, ও অনর্থক চিন্তা দূরীভূত হয়, তাহার কিছুই জানে না। সুতরাং তাহারদিগের দ্বারা সন্তানের প্রকৃত রূপ শুভ সাধন সম্পন্ন হয় না, এই নিমিত্ত মাতাকে সুশিক্ষিতা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। শিশু সন্তানেরা মাতার নিকট যত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এত আর কুত্রাপি পায় না। শৈশবাবস্থা হইতে শিশুর ভ্রম নিরাকরণ ও কুসংস্কার দূর করণে যত্নবতী হওয়া মাতার আবশ্যক।

এইক্ষণে এই বলি যে জননীর দ্বারা লালিত ও প্রতিপালিত হইয়া সংসারের সমুদয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, ও যাহার দ্বারা সর্ব্ব প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত, এবং বাক্‌শক্তি ধারণ করিয়া, মনুষ্য

শ্রেণীতে গণ্য হওয়া যায়, সেই জননী জ্ঞানহীনা বা মূর্খ হইলে কি স্বল্প দুঃখের কথা? আমরা যে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুসংস্কারাপন্ন তাহার কারণই কেবল প্রসূতীর মূর্খতা। অতএব হে পাঠক বর্গ! এক স্ত্রী শিক্ষা প্রথা না থাকাতেই এরূপ যে কত অমঙ্গল হইতেছে তাহা অবিরত লিখিলেও লেখনীর বিশ্রাম হয় না। এ জন্যে অতি স্বল্পেই ক্ষান্ত হইব এমত ভরসা করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্তানকে বিনীত করা।

শিশু সন্তানকে লালন পালন ও নীতি শিক্ষা প্রদান করা মাতার যেমন নিতান্ত আবশ্যক, সন্তানকে বিনীত করা ও তাহার এক প্রকার কর্ত্ত-ব্য কর্ম্ম বলিতে হইবেক। অর্থাৎ যে ব্যবহার করিলে সন্তানেরা নম্র ও মৃদু স্বভাব ধারণ করিয়া জন সমাজে খ্যাতি লাভ করিতে পারে তদনুশী-লন করা জননীর সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শৈশ-বাবস্থায় যে সকল বিষয় শিক্ষা ও হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহাই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত হৃদয়াসনে বিরাজিত থাকে। সে বিষয় বিস্মৃত হওয়া সুক-ঠিন হইয়া উঠে।

বাল্যাবস্থায় নম্র বা মৃদু স্বভাব ধারণ না করিলে নীতি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ মরু ভূমি বীজরূপনের ন্যায়, নিষ্ফল হইয়া যায়। পূর্ব্বেই

উল্লেখ হইয়াছে, শিশু সন্তান তিন চারি বর্ষ পর্য্যন্ত জননী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, ও কাহার নিকট গমনও করে না। সুতরাং সে সময়ে সন্তানকে বিনীত করা মাতার উপর যত নির্ভর করে, এত আর কোথাও নহে। জননীর উচিত যে স্বীয় সাবককে শিশুকাল হইতেই মৃদু ও সৎস্বভাব ধারণ করাইয়া নানা বিদ্যায় ভূষিত করত সন্তানের যথার্থ উপকার সাধন করে।

কিন্তু অস্মদ্দেশীয় রমণীগণের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন বিষয়েরই প্রীতি জন্মে না। মূর্খতা বশতঃ তাহারা কোন কর্ম্মেই সুদক্ষ নহে। সন্তানকে বিনীত করিবে কি, কুসংস্কার বশতঃ সন্তানের চির সুখে এক প্রকার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। যদি কখন শিশু সন্তান কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ করে, তবে তাহার গর্ভ-ধারিণী একবারে ক্রুদ্ধা হইয়া যথোচিত শাস্তি প্রদান করতঃ বলে "যা কোথা যাবি,,! আজি তোকে কে খেতে দেয় দেখিব" আবার তিলার্দ্ধ কাল পরেই প্রাণাধিক সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া, অলীক বাক্যে প্রবোধ করতঃ আলস্য শয্যায়, শয়ন করাইয়া রাখে। ছেলে

উঠিতে চাহিলে বলে, কোথায় যাবি ; ঐ দেখ "জুজু" আসিতেছে। সন্তানেরা মাতার এই বাক্য বিশ্বাস করিয়া নিতান্ত ভয়াতুর ও অহরহ নিদ্রা-বশতঃ রোগের আকর হইয়া উঠে। অনেক স্ত্রী স্বীয় সন্তানকে নীতি শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, মূর্খতা বশতঃ চৌর্য্য মিথ্যাকথন, প্রভৃতি সদুপ-দেশ জ্ঞানে শিক্ষা দিয়া থাকে। একবারও ভাবে না যে সন্তানের সুখের আশা একবারে নৈরাশা হইতেছে। কত কত জননী চির প্রথিত অমূলক কুসংস্কারের বশীভূতা হইয়া সন্তানের সুশিক্ষা ও মঙ্গল বর্দ্ধনের প্রতিবাধক হইয়া উঠেন। তিনি জন্মাবধি যে সকল অকিঞ্চিতকর ও স্বপ্ন কল্পিত বিষয়, সত্য বোধে হৃদয়ঙ্গম ক-রিয়া রাখিয়াছেন সন্তানগণকে ও পুনঃ পুনঃ তা-হাই শিক্ষা দেন। সুতরাং তাহারদিগের নখা-ঘাত বর্জ্জিত নব পল্লব সদৃশ সুকোমল মানসী ক্ষেত্রে ঐ সকল বিষয় প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় দুর্মো-চ্য রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এইরূপে এক্ষু স্ত্রী জাতির অজ্ঞানতা বশতঃ বঙ্গ ভূমির উচ্ছেদ দুঃখ যে কত বলবতী হইতেছে, যাহার কিঞ্চিন্মাত্র ও বোধ আছে, সেও তাহা স্মরণ করিতে

অতএব হে দেশীয় রমণীকুল! যদি সংসার উজ্জ্বলকারী অপরিসীম আনন্দপ্রদ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ কর; যদি শিরীষকুসুম সদৃশ স্বীয়-অঙ্গজের কোমলাঙ্গ স্পর্শ করিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সাধনে ইচ্ছা করিয়া থাক, যদি তনয়ের বদন বিনির্গত অর্দ্ধস্ফুট সুমধুর ধ্বনি শ্রবণে শ্রুতিবিবর সফল করিতে যত্নবতী হও, যদি স্বীয় শিশুর আনন্দ সহকারে গমন, ধারণ, ক্রিয়া কৌতুক নির্নিমিষে অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ-আনন্দ-রসাভিষিক্ত করিতে সচেষ্ট হও, যদি স্বীয় সন্তানের যথাবিহিত রূপে বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি অবস্থান্তরের চারু শোভা সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, যদি পুত্রের প্রভূত মান, সম্ভ্রম, অতুলৈশ্বর্য্য, বিপুল বিত্তাবত্তা এবং ভুবন বিস্তীর্ণ খ্যাতি প্রতিপত্তি অবলোকন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ও সফল সুকৃত বিবেচনা করিয়া অনুপম সুখরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে বাসনা কর এবং যদি সন্তান সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারে পূর্ণকাম হইতে অভিলাষী হও তবে জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি স্বীয় করে ধারণ করতঃ

কুসংস্কার ও অমূলক দেশাচারকে সংহার পূর্ব্বক একান্ত মনে বিদ্যা শিক্ষা ও সদুপদেশ গ্রহণে যত্নবতী হও। বিদ্যারূপ সুশীতল বারি বর্ষণ না হইলে এই মহৎ ব্যাপারের ক্ষুদ্র অঙ্কুর কোন ক্রমেই সতেজ হইবার সম্ভাবনা নাই।—বিবেচনা কর, কেবল কি গৃহ ধৌত, গৃহশয্যা পরিষ্কার, গৃহের যৎসামান্য ব্যাপার সমাধা, ও অলীক বাক্যালাপ জন্যই তোমরা পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছ? তোমরা পুরুষাপেক্ষায় কোন বিষয়েই অযোগ্য নহ; বরং তোমাদের দ্বারা পরমেশ্বরের নিয়ত কার্য্য যত সমাধা হয়, এত পুরুষের দ্বারা কখনই নহে। যাহা হউক বিনয় বাক্যে কহিতেছি, তোমরা সুশিক্ষিতা হও, তোমরা সুশিক্ষিতা হও।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরিজনের প্রতি ব্যবহার।

স্বামিকে যেমন একাগ্রচিত্তে ভক্তি ও মান্য করিতে হয়, গৃহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য পরিজনদিগ-কেও তদ্রূপ মান্য ও সেবা করা স্ত্রীলোকের একান্ত ভাবে বিধেয়। স্ত্রীজাতির দ্বিপ্রকার অ-বস্থা। প্রথমতঃ শৈশবাবধি পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি স্বজনের সহবাসেই অবস্থিতি করিতে হয়, তখন পিতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয়া ও অনুকূলা হওয়া উচিত, কে-ননা যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতাই তখন খাওয়াইয়া পরা-ইয়া মানুষ করিয়াছেন। যদি তৎকালে তাঁহা-দের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিত তবে আমরা কোন্ দিনে কালগ্রাসে পতিত হইতাম। এজন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞ

কুসংস্কার ও অমূলক দেশাচারকে সংহার পূর্ব্বক একান্ত মনে বিদ্যা শিক্ষা ও সদুপদেশ গ্রহণে যত্নবতী হও। বিদ্যারূপ সুশীতল বারি বর্ষণ না হইলে এই মহৎ ব্যাপারের ক্ষুদ্র অঙ্কুর কোন ক্রমেই সতেজ হইবার সম্ভাবনা নাই।—বিবেচনা কর, কেবল কি গৃহ ধৌত, গৃহশয্যা পরিষ্কার, গৃহের যৎসামান্য ব্যাপার সমাধা, ও অলীক বাক্যালাপ জন্যই তোমরা পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছ? তোমরা পুরুষাপেক্ষায় কোন বিষয়েই অযোগ্য নহ; বরং তোমাদের দ্বারা পরমেশ্বরের নিয়ত কার্য্য যত সমাধা হয়, এত পুরুষের দ্বারা কখনই নহে। যাহা হউক বিনয় বাক্যে কহিতেছি, তোমরা সুশিক্ষিতা হও, তোমরা সুশিক্ষিতা হও।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরিজনের প্রতি ব্যবহার।

স্বামিকে যেমন একাগ্রচিত্তে ভক্তি ও মান্য করিতে হয়, গৃহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য পরিজনদিগকেও তদ্রূপ মান্য ও সেবা করা স্ত্রীলোকের একান্ত ভাবে বিধেয়। স্ত্রীজাতির দ্বিপ্রকার অবস্থা। প্রথমতঃ শৈশবাবধি পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি স্বজনের সহবাসেই অবস্থিতি করিতে হয়, তখন পিতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয়া ও অনুকূলা হওয়া উচিত, কেননা যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতাই তখন খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন। যদি তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিত তবে আমরা কোন্ দিনে কালগ্রাসে পতিত হইতাম। এজন্য তাঁহারদিগের নিকট কৃতজ্ঞ

হওয়া, তাঁহারদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহারদিগকে সন্তোষ রাখিতে চেষ্টা করা, তাঁহারদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা মাতার স্নেহে যত্নে প্রতি-পালিত, তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র উপবেশন, এই নিমিত্ত সকলে আশা করে তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাবাপন্ন হইবেক। অতএব যাহাতে সকলে নিষ্কলহে ও ঐক্যতার সহিত বাস করা যায় এমত ব্যবহার করিবেক। তদনন্তর উপযুক্তকাল প্রাপ্ত হইলে পরিজনান্তর অর্থাৎ পরিণীতা হইয়া অন্য পরিজনে প্রবিষ্ট হইতে হয়, তখন পিতা মাতার ন্যায় ইহারদিগকেও যথেষ্ট মান্য ও সেবা করা স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ আবশ্যক। কিন্তু পিতৃ গৃহ অপেক্ষা কতক গুলি অভিনব নিয়মের অধীনা হইয়া এস্থলে অবস্থিতি করিতে হই-বেক। অত্যন্ত সচ্চরিত্রা হওয়া বিধেয়, কাহারো সহিত সহসা বাক্যালাপ বা অধিক কথোপকথনে রত হইবেক না। যাহার সহিত যে রূপ সম্বন্ধ তাহ

বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া, তদনন্তর বাক্য ব্যয় করিবেক। কিন্তু লজ্জাই যে স্ত্রীজাতির ভূষণ এই কথা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া কাহার মুখাবলোকন করিবে না এমত যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না। পূর্ব্বকালে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কেবল দুরাত্মা যবন রাজাদিগের নিষ্ঠুরাচরণ বশতই এরূপ ঘটনার মূল স্থাপন হইয়াছে। যাহা হউক, লজ্জাকে একবারে নিরাশ্রয় করাও উচিত নহে, একবারে আশ্রয় দেওয়াও বিধেয় নহে, যাহাতে সর্ব্ব সমীপে প্রশংসিতা হওয়া যায় তাহাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু দেশীয় রমণীগণের গুণানুবাদ কত করিব, তাহারা বাল্যকালাবধি বৃথা কর্ম্মে রত থাকিয়া পিতৃকুলের কণ্টক স্বরূপ হয়েন, আবার স্বামিকুলে প্রবিষ্ট হইয়া সে কুলকেও ছারখার করিতে থাকেন। পরিজন বা গুরুজনের মান্য করা দূরে থাকুক, তাহারদিগকে পরিহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন। পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজন হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক হইতে স্বামিকে অহরহ প্রবৃত্তি দিতে থাকেন। কি পরিতাপ! যে জনক জননী আমারদিগের

পরম বন্ধু, যে ভ্রাতা আমারদিগের সর্ব্ব শুভা-কাঙ্ক্ষী, পাপীয়সী রমণী অনায়াসেই তাহার-দিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। অতএব হে দেশীয় বন্ধুবৃন্দ, এক বিদ্যারূপ মহৌষধি অভাবেই রমণীগণের এই দারুণ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহাতে শীঘ্রই এই রোগের প্রতীকার হয় তাহার সমধিক চেষ্টা করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার।

পরিজন ও গুরুজনদিগের প্রতি যে রূপ মান্য ও ভক্তি করিতে হয়, গৃহ সম্বন্ধীয় দাস দাসীর প্রতিও তদ্রূপ সদাচার ও সদ্ব্যবহার করা স্ত্রী-জাতির নিতান্ত আবশ্যক। তাহারা যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, এই মনে করিয়াই একবারে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা, কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। যাহাতে তাহারা প্রভুর প্রতি সন্তোষ ও বাধ্য হইতে পারে তৎ চেষ্টাই সমধিক উচিত। যদি কখন দাস বা দাসীদিগকে কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ করিতে দেখা যায়, তবে তাহারদিগকে কটুকাটব্য প্রয়োগ না করিয়া, অতি সরল ও মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়াই দেওয়া বিধেয়। কারণ ভৃত্যদিগের প্রতি যত শিষ্টাচার করা যায়, ততই তাহারদিগের প্রীতিপাত্র হওয়া যাইবে।

পারে, বিপরীত আচরণ করিলে, ভৃত্যই অনর্থের মূলীভূত হইয়া উঠে। এই দেশেই ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা যে গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি সেই গৃহেই বিবাদানল ভয়ঙ্কর রূপে প্রজ্জ্বলিত দেখিতে পাই। কামিনীরা এত কলহ প্রিয়া যে অতি যৎসামান্য বিষয়ের জন্যেও দাস দাসীর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে থাকে। সুতরাং তাহারাও কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতে কিছু মাত্রও সঙ্কুচিত হয়না।

যাহা হউক কেবল অবিদ্যা রূপ তিমিরাচ্ছন্নে মুগ্ধা হওয়াতেই, রমণীগণের এই ব্যবহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, নৈলে এরূপ অমঙ্গলের মূল স্থাপন কখনই হইত না। যাহা হউক এক্ষণে দেশীয় যোষাগণের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, তোমরা অকপট চিত্তে ও একান্ত যত্ন সহকারে বিদ্যা শিক্ষায় যত্নবতী হও, তাহা হইলেই আমার বাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিবেক।

সংপূর্ণ।